ওঁ

শ্রীগুরু

অখণ্ডভ্রাতা-ভগিনীগণের উদ্দেশ্যে বার্ত্তা

'সর্ব্বত্রই করোনা ভাইরাস লইয়া একটি আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষে করোনা ভাইরাস এখনো মহামারীরূপে দেখা দেয় নাই। অতএব আতঙ্কিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু **অতি অবশ্যই সতর্কতার প্রয়োজন রহিয়াছে।**

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণির প্রাণপ্রিয় অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে আমি কাহাকেও বারণ করিব না কিন্তু প্রতিটি উপাসনা স্থলে সাবান এবং পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সকল উপাসক উপাসিকাগণের প্রতি আমার নির্দ্দেশ আপনারা সমবেত উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বে এবং উপাসনান্তে প্রসাদ গ্রহণের পূর্ব্বে ভালো করিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া লইবেন। যাহারা সমবেত উপাসনার ভোগ নৈবেদ্য তৈয়ার করেন অর্থাৎ নারকেল নাড়ু, গুড় দিয়া খই পাক দেওয়া এবং ফল কাটা ইত্যাদি কার্য্যের সহিত যে সকল ভক্ত জড়িত থাকিবেন তাহারা প্রত্যেকে এই সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাবান দিয়া হাত ধুইয়া লইবেন। সমবেত উপাসনায় খই, নারিকেলের নাড়ু এবং ফল ভোগ দেওয়া হইতে বিরত থাকিবার কোন কারণ নাই।

উপাসনান্তে গুরুভ্রাতাগণ নিজেদের মধ্যে অথবা গুরুভগিনীগণ একে অপরের হাত ধরা এবং একে অপরকে স্পর্শ করা হইতে বিরত থাকুন।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি সূক্ষ্ম দেহে প্রতিটি সমবেত উপাসনায় আমাদের সহিত উপস্থিত থাকেন। অতএব সমবেত উপাসনায় যোগদান করিলে আমাদের বিপদ হইতে পারে এই চিন্তা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাহারা হাঁচি, কাশি, সর্দি অথবা জ্বরে ভুগিতেছেন তাহারা অতি সত্ত্বর নিজ নিজ চিকিৎসকের মতামত লউন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন করুন। যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পরেই সমবেত উপাসনায় যোগদান করিবেন।

সামাজিক গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না। নিজ নিজ চিকিৎসকের পরামর্শ মানিয়া চলুন।

অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন কি না? আমার উত্তর 'হ্যাঁ'। কেননা আমার মৃত্যুর সময় পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবামণি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন অতএব মরিবার পূর্ব্বে বহুবার মরিতে আমি রাজি নই। ইতি—

নিত্যশুভার্থী

আপনাদের দাদামণি

(শ্রীতপন ব্রহ্মচারী)

Scanned with CamScanner